কলকাতা উচ্চ আদালতে

সাংবিধানিক রিট এক্তিয়ার

আপীল বিভাগ

বর্তমানঃ

মাননীয় বিচারপতি কৌশিক চন্দ

<u>২০২২-এর ডব্লিউ. পি. এ. নম্বর ৪১৬৬</u>

সাথে

<u>আই. এ. সহ ২০২৩-এর সিএএন ১</u>

ডঃ অমৃতা ব্যানার্জি

বনাম

পশ্চিম বাংলা রাজ্য এবং অন্যান্য

আবেদনকারীর জন্যঃ	শ্রী বিশ্বরূপ ভট্টাচার্য, আইনজীবী শ্রীমতী তনুজা বসাক, আইনজীবী
বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্যঃ	শ্রী অমিতাব্রত রায়, আইনজীবী শ্রী প্রদীপ কুমার ঘোষ, আইনজীবী
উত্তরদাতা নং ৬-এর জন্যঃ	শ্রী সৌম্য মজুমদার, আইনজীবী শ্রীমতি ময়ূরী ঘোষ, আইনজীবী
রাজ্যের জন্যঃ	শ্রী স্বপন কে. আর. দত্ত, এ. জি. পি., শ্রী তাপস কে. আর. মণ্ডল, আইনজীবী
শুনানি শেষ হয়েছেঃ	১৭.০৫.২০২৩
বিচার "	২১.০৯.২০২৩

বিচারপতি কৌশিক চন্দ :-

একপক্ষীয়ঃ আইএ ২০২৩ সালের সিএএন ১

এই রিট পিটিশনটি ৩রা মার্চ, ২০২৩-এ ডিফল্টের জন্য খারিজ করা হয়েছিল।

২. এরপরে, পুনরুদ্ধারের আবেদনের সাথে এই রিট পিটিশনের শুনানি হয়েছে। রিট পিটিশনে করা বক্তব্যগুলিতে যাওয়ার পরে, আমি মনে করি যে আবেদনকারী উক্ত তারিখে এই আদালতে উপস্থিত না হওয়ার কারণটি পর্যাপ্তভাবে ব্যাখ্যা করেছেন।

৩. তদনুসারে, পুনরুদ্ধারের আবেদন, ২০২৩-এর আইএ নম্বর সি এ এন ১ হল অনুমোদিত।

একপক্ষীয় : ডবলু . পি . এ . নম্বর ৪১৬৬ ২০২২-এর

এই রিট পিটিশনে ডায়মন্ড হারবার মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক হিসাবে উত্তরদাতা নং ৬-এর নিয়োগকে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে।

২. এই চ্যালেঞ্জের মূল ভিত্তি হল বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলিতে শিক্ষক ও অন্যান্য একাডেমিক কর্মীদের নিয়োগের জন্য ন্যূনতম যোগ্যতা সম্পর্কিত ইউজিসি প্রবিধানের লঙ্ঘন এবং উচ্চ শিক্ষায় মান বজায় রাখার ব্যবস্থা, ২০১০ (সংক্ষেপে, ইউজিসি প্রবিধান, ২০১০)। আবেদনকারী যুক্তি দেখান যে প্রাসঙ্গিক নির্বাচনের জন্য দায়ী নির্বাচন কমিটি ইউজিসি প্রবিধান, ২০১০ লঙ্ঘন করে গঠিত হয়েছিল।

৩. আবেদনকারীর ক্ষেত্রে সম্ভাব্য প্রার্থীদের কাছ থেকে আবেদন আহ্বানকারী প্রাসঙ্গিক বিজ্ঞাপনটি ৫ সেপ্টেম্বর, ২০২০ প্রকাশিত হয়েছিল, স্পষ্টভাবে উল্লেখ করে যে নিয়োগ মেনে চলবে

১৬ই মে, ২০১৭ তারিখের রাজ্য সরকারি আদেশ, যা ইউজিসি রেগুলেশন, ২০১০ গ্রহণ করেছে।

৪. আবেদনকারীর পক্ষে উপস্থিত বিশিষ্ট আইনজীবী শ্রী বিশ্বরূপ ভট্টাচার্য যুক্তি দেখিয়েছেন যে, বর্তমান মামলায়, নির্বাচন কমিটিতে বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক ছিলেন, যাঁকে ভাইস-চ্যান্সেলর মনোনীত করেছিলেন, যিনি চেয়ারম্যান হিসাবে কাজ করবেন। ইউজিসি রেগুলেশন, ২০১০ অনুসারে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর নিজেই কমিটির চেয়ারপার্সন হওয়া উচিত। এই বিষয়ে যে কোনও প্রতিনিধিদল অনুমোদিত ছিল না। উপরন্তু, এটি যুক্তি দেওয়া হয় যে যেহেতু মহিলা প্রার্থীরা এই পদের জন্য আবেদন করেছিলেন, তাই ইউজিসি রেগুলেশন, ২০১০-এর ৫.১.১ (ক) ৬-এর পরিপ্রেক্ষিতে একজন মহিলা সদস্য নিয়ে নির্বাচন কমিটি গঠন করা উচিত ছিল।আরও বলা হয়েছে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের প্রধানও বাছাই কমিটির সদস্য ছিলেন না। উপরোক্ত অসঙ্গতিগুলি ইউজিসি রেগুলেশন, ২০১০ লঙ্ঘন করে। যুক্তি দেওয়া হয়েছে যে ইউজিসি রেগুলেশন, ২০১০ প্রকৃতির বাধ্যতামূলক এবং এর কোনও লঙ্ঘন একটি নির্বাচনকে অবৈধ করে তোলে।

৫.   ইউজিসি প্রবিধানের বাধ্যতামূলক প্রকৃতি প্রদর্শনের জন্য, শ্রী ভট্টাচার্য নিম্নলিখিত রায়গুলির উপর নির্ভর করেছেনঃ **(২০২২) এসসিসি অনলাইন এসসি ১৩৮২ (পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বনাম অনিন্দ্য সুন্দর দাস), (২০২২) ৮ এসসিসি ৭১৩ (কৃষ্ণ রাই (মৃত) আইনি প্রতিনিধিদের মাধ্যমে বনাম বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় রেজিস্ট্রারের মাধ্যমে), (২০২২) ৫ এসসিসি ১৭৯ (গম্ভীরদান কে গাধভি বনাম গুজরাট রাজ্য) এবং (১৯৮১) ১ সিএইচএন ২০৫ (ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া পূর্ব রেলওয়ের মহাব্যবস্থাপক বনাম এস. এন. চ্যাটার্জির মাধ্যমে)।**

৬. উত্তরদাতা নং ৬-এর পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে, নির্বাচন প্রক্রিয়ায় প্রত্যর্থী নং ৬ ১০০-এর মধ্যে সর্বোচ্চ নম্বর ৬৬ অর্জন করেছেন এবং আবেদনকারী ৫৪.১ স্কোর নিয়ে চতুর্থ স্থানে রয়েছেন। অতএব, রিট পিটিশনের সাফল্যের পরেও আবেদনকারীকে নিয়োগ করা যাবে না। প্রত্যর্থী নং ৬-এর পক্ষে উপস্থিত বিশিষ্ট আইনজীবী শ্রী সৌম্য মজুমদার, (১৯৯৮) ৬ এস. সি. সি ৭৪১ (ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া বনাম এন. ওয়াই আপ্তে) এবং (১৯৯৮) ২ সি. এল. জে ৩৬৫ (লালিন কুমার মাহাতো বনাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য)-এ বর্ণিত রায়ের উপর নির্ভর করে যুক্তি দিয়েছেন যে, যখন আবেদনকারীকে কোনও ছাড় দেওয়া যায় না, তখন রিট পিটিশনটি গ্রহণ করা উচিত নয়।

৭. শ্রী মজুমদার আরও বলেছেন যে রিট পিটিশনটি অত্যন্ত বিলম্বিত হয়েছে। উত্তরদাতা নং ৬ ২০২১ সালের ১৩ই জুলাই বর্তমান পদে যোগদানের জন্য তার আগের চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন, যেখানে আবেদনকারী এখনও তার পদে বহাল রয়েছেন। অতএব, এই পর্যায়ে নির্বাচনের ক্ষেত্রে যে কোনও হস্তক্ষেপ অন্যায় হবে।

৮. নির্বাচন কমিটি গঠনের প্রসঙ্গে, শ্রী মজুমদার উল্লেখ করেছেন যে, ইউজিসি রেগুলেশন, ২০১০-এর প্রবিধান অনুযায়ী, সহকারী অধ্যাপক পদের জন্য একটি নির্বাচন কমিটিতে সর্বোচ্চ আটজন সদস্য থাকতে পারেন। এই ক্ষেত্রে, নির্বাচন প্রক্রিয়াটি ডায়মন্ড হারবার মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১২ (সংক্ষেপে, ২০১২ সালের উক্ত আইন)-এর ধারা ২৭ (২) দ্বারাও পরিচালিত হয়েছিল, যা ভাইস-চ্যান্সেলরকে চেয়ারপারসনের পরিবর্তে ভাইস-চ্যান্সেলরের মনোনীত ব্যক্তিকে নির্বাচন কমিটির প্রধান হওয়ার অনুমতি দেয়। আবেদনকারী ২০১২ সালের উক্ত আইনের ২৭ (২) ধারাকে চ্যালেঞ্জ করেননি।

৯. শ্রী মজুমদার যুক্তি দেখিয়েছেন যে, বাছাই কমিটির গঠন ইউজিসি প্রবিধান, ২০১০ মেনে চলে। ইউজিসি প্রবিধানের ৫.১.১ (ক) ৬ ধারার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে শ্রী মজুমদার বলেছেন যে, উক্ত ধারায় উল্লিখিত ছয়টি বিভাগের যে কোনও একটির প্রতিনিধিত্ব করার জন্য একজন শিক্ষাবিদকে প্রয়োজন, প্রতিটি বিভাগের জন্য একাধিক প্রতিনিধি নয়। তিনি আরও বলেছেন যে ৫.১.১ (ক) ৬ ধারায় উল্লিখিত ছয়টি বিভাগের মধ্যে চারটি বিভাগ সংবিধিবদ্ধভাবে সংরক্ষণযোগ্য, অন্য দুটি হল "সংখ্যালঘু" এবং "মহিলা" নয়। তিনি যুক্তি দিয়েছেন যে এটি একটি অযৌক্তিক পরিস্থিতির দিকে পরিচালিত করবে যদি তফসিলি জাতি বিভাগের প্রতিনিধিত্বকারী কোনও নির্বাচককে অন্য কোনও নির্বাচককে সংখ্যালঘু প্রার্থীর সাক্ষাৎকার নেওয়ার জন্য ইন্টারভিউ রুম থেকে বেরিয়ে যেতে হয়।

১০. তিনি আরও যুক্তি দিয়েছেন যে, আবেদনকারীর যুক্তি গৃহীত হলে নির্বাচন কমিটির সদস্যদের সংখ্যা হবে তেরো। শ্রী. মজুমদার যুক্তি দিয়েছেন যে, উক্ত ধারা ৬-এ ৫.১.১ (ক) ৩ ধারার বিপরীতে "যতদূর সম্ভব" বা "যেখানে প্রযোজ্য" অভিব্যক্তিটি ব্যবহার করা হয়নি, যা বোঝায় যে, বিধায়করা একাধিক শিক্ষাবিদকে বিভাগগুলির প্রতিনিধিত্ব করতে চান না।

১১. মিঃ মজুমদার আরও যুক্তি দিয়েছেন যে বর্তমান মামলায় ছয়জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। কোরামের প্রয়োজনীয়তা এবং বাইরের বিষয় বিশেষজ্ঞদের উপস্থিতি পূরণ করা হয়েছে। তিনি জোর দিয়ে বলেছেন যে রিট আবেদনকারী ১০ ফেব্রুয়ারী, ২০২১-এ নির্বাচন প্রক্রিয়ার ফলাফল ঘোষণার পরে এই আবেদনটি দায়ের করেছিলেন, যা তাকে নির্বাচনকে চ্যালেঞ্জ করা থেকে বিরত করেছিল প্রক্রিয়া। এই ক্ষেত্রে, শ্রী মজুমদার রায়ের উপর নির্ভর করেছেন যা

রিপোর্ট করা হয়েছে (২০০৮) ৪ এস. সি. সি ১৭১ (ধনঞ্জয় মালিক বনাম উত্তরাঞ্চল রাজ্য)।

১২. এই মামলার সাথে জড়িত বিতর্কের প্রশংসা করার জন্য, এটি লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে ৫ই সেপ্টেম্বর, ২০২০ তারিখের প্রাসঙ্গিক বিজ্ঞাপনের ১৯ নং ধারায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, সংশ্লিষ্ট পদের জন্য নিয়োগ প্রক্রিয়া রাজ্য সরকারের নম্বর ৫১৬-সংস্করণ (ইউ)/১ইউ -৯১/১০ তারিখের ১৬.০৫.২০১৭ অনুসারে হবে।

১৩. ২০১৭ সালের ১৬ই মে তারিখে পূর্বোক্ত সরকারি আদেশ অনুযায়ী, রাজ্য সরকার ইউজিসি রেগুলেশন, ২০১০-এর ভিত্তিতে রাজ্য-সাহায্যপ্রাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে সহকারী অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক এবং অধ্যাপকদের সরাসরি নিয়োগের জন্য নির্দেশ দিয়েছে। উক্ত বিজ্ঞপ্তির প্রাসঙ্গিক অংশটি নীচে উদ্ধৃত করা হয়েছেঃ

> *"নির্বাচন কমিটির গঠন এবং প্রার্থীদের উপর ভিত্তি করে নির্বাচনের মানদণ্ড একাডেমিক রেকর্ড, গবেষণার অভিজ্ঞতা, তার পূর্ববর্তী একাডেমিক/গবেষণা পদে কর্মক্ষমতা কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়/গবেষণা প্রতিষ্ঠান/শিল্প এবং অন্যান্য সম্পর্কিত দিকগুলি সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের উপযুক্ত সংস্থাগুলি যতটা সম্ভব এই জাতীয় বিষয়ে ইউজিসির প্রাসঙ্গিক নির্দেশিকা বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নিতে পারে।*

১৪. উপরোক্ত বিধানটি স্পষ্ট করে দেয় যে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের জন্য ইউজিসি রেগুলেশন, ২০১০ মেনে চলা বাধ্যতামূলক ছিল না। প্রাসঙ্গিক পদের জন্য নির্বাচন কমিটির গঠন।

১৫. ইউ জি সি রেগুলেশনস, ২০১০ এর অনুচ্ছেদ ৫.১.১. প্রাসঙ্গিক পদের জন্য নির্বাচন কমিটির নিম্নলিখিত রচনাটি নির্ধারণ করে।

"৫.১.১ বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপকঃ

(ক) বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক পদের জন্য নির্বাচন কমিটির নিম্নলিখিত গঠন থাকবে।

১. ভাইস চ্যান্সেলর নির্বাচন কমিটির চেয়ারপার্সন হবেন।

২. সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট সংবিধিবদ্ধ সংস্থা কর্তৃক অনুমোদিত নামের প্যানেল থেকে ভাইস চ্যান্সেলর কর্তৃক মনোনীত সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তিনজন বিশেষজ্ঞ।

৩. সংশ্লিষ্ট অনুষদের ডিন, যেখানে প্রযোজ্য

৪. বিভাগ/বিদ্যালয়ের প্রধান/অধ্যক্ষ।

৫. যেখানেই প্রযোজ্য সেখানে পরিদর্শক/চ্যান্সেলর কর্তৃক মনোনীত একজন শিক্ষাবিদ।

৬. এসসি/এসটি/ওবিসি/সংখ্যালঘু/মহিলা/ভিন্নভাবে সক্ষম বিভাগগুলির প্রতিনিধিত্বকারী একজন শিক্ষাবিদকে ভাইস চ্যান্সেলর বা ভারপ্রাপ্ত ভাইস চ্যান্সেলর দ্বারা মনোনীত করা হবে, যদি এই বিভাগগুলির প্রতিনিধিত্বকারী কোনও প্রার্থী আবেদনকারী হন এবং যদি নির্বাচন কমিটির উপরোক্ত সদস্যদের মধ্যে কেউ সেই বিভাগের অন্তর্ভুক্ত না হন।

(খ) দুইজন বহিরাগত বিষয় বিশেষজ্ঞ সহ কমপক্ষে চারজন সদস্য কোরাম গঠন করবেন।

১৬. এর বিপরীতে, ডায়মন্ড হারবার মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৭ নং ধারা আইন, ২০১২, -এ নির্বাচন কমিটির গঠনের ব্যবস্থা করে। নিম্নলিখিত পদ্ধতিতেঃ

"বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নির্বাচন কমিটি

২৭. (১) একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বা একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক অথবা একজন বিশ্ববিদ্যালয় সহকারী প্রফেসর নিয়োগ করা হবে ভাইস-চ্যান্সেলর, উপর এর সুপারিশ নির্বাচন কমিটি, এবং নির্বাচনের গঠনতন্ত্র কমিটির পাশাপাশি এটি ধরে রাখার পদ্ধতি মিটিং হবে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে সঙ্গতি মঞ্জুরি কমিশন প্রবিধান এবং নিয়োগ বিধি প্রণীত থেকে রাজ্য সরকার দ্বারা সময় সময় ।

(২) বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন প্রবিধানের বিধানগুলির বিপরীতে যাই হোক না কেন, ভাইস-চ্যান্সেলরের মনোনীত ব্যক্তি নির্বাচন কমিটির প্রধান হবেন, যা নির্বাচনের জন্য তার সামনে উপস্থিত ব্যক্তিদের মূল্যায়নের যুক্তিসঙ্গত রেকর্ড সহ ভাইস-চ্যান্সেলরের কাছে লিখিতভাবে তার সুপারিশ পাঠাবে।

১৭. এটিও লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে, ২০১২ সালের উক্ত আইনের ২৮ ধারাটি নির্বাচনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ২৮ ধারায় বলা হয়েছেঃ

"পদ্ধতি ২৮, (১) বিশেষজ্ঞদের দুটি বাহ্যিক বিষয় ব্রণ সহ কমপক্ষে চারজন সদস্য নির্বাচন গঠন করবেন কমিটির কোরাম -এর একটি সভার জন্য নির্বাচন কমিটি।

(২) ভাইস-চ্যান্সেলর যদি নির্বাচন কমিটির সুপারিশ গ্রহণ না করেন, তা হলে তিনি সুপারিশটি নির্বাচন কমিটির কাছে ফেরত পাঠাবেন।পুনর্বিবেচনার কারণ সহ এবং ভাইস-চ্যান্সেলর যদি বাছাই কমিটির পুনর্বিবেচিত মতামত গ্রহণ না করেন, তবে বিষয়টি কারণ সহ চ্যান্সেলরের কাছে পাঠানো হবে এবং চ্যান্সেলরের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হবে। "

১৮. ইউজিসি রেগুলেশনস, ২০১০ এবং ডায়মন্ড হারবার উইমেনস ইউনিভার্সিটি অ্যাক্ট, ২০১২-এর মধ্যে সহকারী অধ্যাপক পদের জন্য একটি নির্বাচন কমিটির তুলনা করলে এটা স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, প্রথমটির ক্ষেত্রে, ভাইস-চ্যান্সেলরকে চেয়ারম্যান হতে হবে এবং দ্বিতীয়টি তার মনোনীত ব্যক্তিকে নির্বাচন কমিটির প্রধান হওয়ার অনুমতি দেবে। গঠনটি অন্যথায় একই রকম।

১৯. ডায়মন্ড হারবার মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১২-এর অধীনে, ভাইস-চ্যান্সেলর সুপারিশটি গ্রহণ না করার এবং এটি পুনর্বিবেচনার জন্য নির্বাচন কমিটির কাছে ফেরত পাঠানোর বিষয়ে তাঁর বিবেচনা বজায় রাখেন। যদি নির্বাচন কমিটির পুনর্বিবেচিত দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য না হয়, তবে তিনি বিষয়টি তাঁর সিদ্ধান্তের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলরের কাছে প্রেরণ করবেন।

২০. বর্তমান ক্ষেত্রে, নিম্নলিখিত সদস্যদের দ্বারা নির্বাচন কমিটি গঠন করা হয়েছিলঃ

"১. অধ্যাপক সব্যসাচী বসু রায় চৌধুরী, ভাইস-চ্যান্সেলর, রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, চ্যান্সেলর মনোনীত এবং সিলেকশন কমিটির বিষয় বিশেষজ্ঞ।

২. অধ্যাপক শিবাজী প্রতিম বসু, অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়, ভাইস-চ্যান্সেলর মনোনীত, বিষয় বিশেষজ্ঞ এবং নির্বাচন কমিটির সভাপতি।

৩. অধ্যাপক অনিন্দ্য জ্যোতি মজুমদার, অধ্যাপক, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিষয় বিশেষজ্ঞ।

৪. অধ্যাপক রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিষয় বিশেষজ্ঞ।

৫. অধ্যাপক তপন মণ্ডল, ডিন ফ্যাকাল্টি অফ আর্টস, ডায়মন্ড হারবার উইমেনস ইউনিভার্সিটি।

৬. ডঃ তপু বিশ্বাস, ইংরেজি বিভাগ, বিশ্ব-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, ইউজিসির শর্ত অনুযায়ী সদস্য।

২১. স্বীকারযোগ্যভাবে, বর্তমান ক্ষেত্রে, ইউজিসি রেগুলেশন, ২০১০, ভাইস-চ্যান্সেলর এবং সিলেকশন কমিটিতে একজন মহিলা সদস্যের অনুপস্থিতির কারণে বিচ্যুত হয়েছিল। তবে, একজন সদস্যকে ইউজিসি রেগুলেশন ২০১০-এর ধারা ৫.১.১ (এ)-এর শর্তাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে ভাইস-চ্যান্সেলর মনোনীত করেছিলেন। আমার মতে, উপরোক্ত ২২ টি হস্তক্ষেপের সাথে হস্তক্ষেপ করবেন না।

২২. এসসি/এসটি/ওবিসি/সংখ্যালঘু/মহিলা/ভিন্নভাবে সক্ষম বিভাগের একজন প্রার্থীর স্বার্থ রক্ষার জন্য উপরোক্ত ধারা ৫.১.১ (ক) ৬ ® অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। যেহেতু আবেদনকারী এবং উত্তরদাতা নং ৬ উভয়ই মহিলা, তাই এটি বলা যায় না যে আবেদনকারীকে নির্বাচন কমিটিতে মহিলা সদস্যের অনুপস্থিতির কারণে বৈষম্য করা হয়েছে।

২৩. বর্তমান নির্বাচন প্রক্রিয়ায়, উপাচার্য নিজেই নির্বাচন কমিটির সুপারিশ অনুমোদন করেছেন এবং ডায়মন্ড হারবার মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১২ এর ধারা ২৭(১) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা অনুসরণ করে বিবাদী নং ৬ কে নিয়োগ করেছেন।

ভাইস-চ্যান্সেলর যদি ইউজিসি রেগুলেশন, ২০১০-এর পরিপ্রেক্ষিতে সিলেকশন কমিটির চেয়ারম্যান হিসাবে কাজ করতেন তবে তিনি অন্য কোনও ভূমিকা পালন করতে পারতেন না।

২৪. এটা সত্য যে, এই আদালতের একটি ডিভিশন বেঞ্চের মতে, ইউজিসি রেগুলেশন এবং রাজ্য আইনের মধ্যে কোনও দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে ইউজিসি রেগুলেশন প্রাধান্য পাবে। আবেদনকারীর উদ্‌ধৃত অন্যান্য রায়গুলিও এই দৃষ্টিভঙ্গিকে সমর্থন করে। বর্তমান ক্ষেত্রে, ভাইস-চ্যান্সেলর সিলেকশন কমিটির সুপারিশ গ্রহণ করেছেন। চেয়ারম্যান হিসাবে তাঁর ভূমিকা প্রাসঙ্গিক পদের জন্য উত্তরদাতা নং ৬ নির্বাচন করার সিদ্ধান্তকে পরিবর্তন করতে পারত না।

২৫. বিষয়টির সেই পরিপ্রেক্ষিতে, উত্তরদাতা নং ৬ দ্বারা উত্থাপিত বিষয়টির অন্যান্য দিকগুলি অনুসন্ধান করার প্রয়োজন নেই।

২৬. তদনুসারে, ২০২২ সালের ডব্লিউ. পি. এ. খরচ সম্পর্কে কোনও আদেশ ছাড়াই খারিজ করা হয়।

২৭. এই রায়ের জরুরি প্রত্যয়িত ওয়েবসাইট অনুলিপি, যদি আবেদন করা হয়, সমস্ত প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা মেনে চলার সাপেক্ষে পক্ষগুলিকে সরবরাহ করা হবে।

(বিচারপতি কৌশিক চন্দা)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/ Upama Ganguly